সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩১২
WEEKLY BOOKLET:312

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত
"নেকীর দাওয়াত" কিতাবের একটি অংশ

গুনাহের ৫টি পার্থিব ক্ষতি

কুরআন দ্বারা শাফায়াতের প্রমাণ	০৩
শাফায়াতের ৮টি প্রকার	০৮
দোয়া কবুল হবে না	১৩
আযাব অবতীর্ণ হওয়ার কারণ	১৭

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এ বিষয়গুলো নেকীর দাওয়াত এর ৩৬৭-৩৮২ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে

গুনাহের ৫টি পার্থিব ক্ষতি

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই পুস্তিকা **"গুনাহের ৫টি পার্থিব ক্ষতি"** পড়ে বা শুনে নেয় তাকে সর্বদা সৎকাজ করা ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন এবং তাকে কিয়ামতের দিন সর্বশেষ নবী হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত দান করুন।

দরূদ শরীফের ফযীলতের ঘটনা

হযরত আবুল মুওয়াহিব শাযিলী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে স্বপ্নে **তাঁর** দীদার দ্বারা ধন্য করে ইরশাদ করেন: "তুমি কিয়ামতের দিন আমার **এক লক্ষ উম্মতের শাফায়াত** করবে।" আমি আরয করলাম: হে আমার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার উপর এত বড় পুরস্কার ও দয়া কিভাবে হলো? ইরশাদ করলেন: এ কারণেই যে, তুমি আমার উপর (অধিকহারে) দরূদে পাকের উপহার প্রদান করতে থাকো। **(আত তাবাকাতুল কুবরা লিশ শারানী, ২য় অংশ, ১০১ পৃষ্ঠা)**

পড়তে রহো দরূদ ও সালাম ভাইয়ো! মুদাম
ফযলে খোদা সে দোনোঁ জাহাঁ কে বনেঙ্গে কাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দরূদের ঘটনার ভিত্তিতে শাফায়াত” সম্পর্কিত মাদানী ফুল ওলামায়ে কিরামগণ শাফায়াত করবেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبْحٰنَ الله! দরূদে পাক পাঠ করারও কতইনা সুন্দর বরকত! এই দরূদের ঘটনা থেকে এটাও জানতে পারলাম যে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ** ওয়ালাগণ গুনাহগারদের শাফায়াত করবেন। মনে রাখবেন! সম্পূর্ণরূপে **শাফায়াত**কে অস্বীকার করা কুরআনের আদেশকেই অস্বীকার করা ও কুফর। এই সুবাদে **শাফায়াতে**র ব্যাপারে নেকীর দাওয়াতের কিছু মাদানী ফুল আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, তা গ্রহণ করে অন্তরের মাদানী ফুলদানীতে সাজাতে থাকুন, اِنْ شَآءَ الله ঈমানের সতেজতা নসীব হওয়ার পাশাপাশি অনেক কুমন্ত্রণাও দূর হয়ে যাবে। **শাফায়াত** শব্দের অর্থ হলো: “গুনাহ ক্ষমা করার সুপারিশ।” সর্বপ্রথম ওলামায়ে কিরামের **শাফায়াত** করার ব্যাপারে একটি ঈমান সতেজকারী বর্ণনা শুনুন। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (কিয়ামতের ময়দানে) আলিম ও আবিদকে (ইবাদতগুজার) আনা হবে, **আবিদ**কে বলা হবে: জান্নাতে প্রবেশ করে নাও আর **আলিম**কে বলা হবে: তুমি একটু অপেক্ষা করো, যাতে মানুষের **শাফায়াত** করতে পারো, এই প্রতিদানে যে, তুমি তাদেরকে আদব শিক্ষা দিয়েছিলে। **(শুয়াবুল ঈমান, ২/২৩৮, হাদীস ১৭১৭)**

মুঝ কো এয় আত্তার! সুন্নী আলিমো সে পেয়ার হে
اِنْ شَآءَ الله দো জাহাঁ মে মেরা বেড়া পাড় হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

যেসকল আয়াতে শাফায়াতের অস্বীকৃতি রয়েছে তার ব্যাখ্যা

কুরআনে করীমের যেসকল আয়াতে **শাফায়াত** এর নেতিবাচক বিবৃতি (অর্থাৎ অস্বীকৃতি) রয়েছে, সেখানে উদ্দেশ্য হলো: **আল্লাহ পাকের** নিকট কেউ জোরপূর্বক **শাফায়াত** করতে পারবে না কিংবা অমুসলিমদের জন্য কোন **শাফায়াত** নেই অথবা মুর্তি (দেব-দেবী) শাফায়াতকারী নয়। যেমনটি; ৩য় পারা সূরা বাকারার ২৫৪ নম্বর আয়াতে রয়েছে:

يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সে দিন না কোন বেচাকেনা থাকবে, না কাফেরদের জন্য বন্ধুত্ব এবং না শাফায়াত।

২৯ পারা সূরা আল মুদ্দাসসিরের ৪৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿۴۸﴾

(পারা ২৯, সূরা আল মুদ্দাসসির, আয়াত ৪৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং তাদেরকে সুপারিশকারীদের সুপারিশ কোন কাজ দেবে না।

কুরআন দ্বারা শাফায়াতের প্রমাণ

কুরআন শরীফের যেখানে শাফায়াতের প্রমাণ রয়েছে, সেখানে **আল্লাহর** প্রিয় বান্দাদের মুমিনদের জন্য "শাফায়াত বিল ইযিন" উদ্দেশ্য, অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** প্রিয় বান্দারা **তাঁর** প্রিয়পাত্র এবং মর্যাদার ভিত্তিতে **আল্লাহ পাকের** অনুমতিতে মুমিনদের ক্ষমা করাবেন। যেমনটি; ৩য় পারা সূরাতুল বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সে কে, যে **তাঁর** সম্মুখে সুপারিশ করবে, **তাঁর** অনুমতি ব্যতিরেকে?

www.dawateislami.net

১৬তম পারা সূরা মরিয়মের ৮৭ নম্বর আয়াতে রয়েছে:

لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿۸۷﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৮৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ লোকেরা সুপারিশের মালিক নয়, কিন্তু ঐসব লোক যারা পরম দয়াময়ের নিকট অঙ্গীকার রেখেছে।

নেকীয়া বিলকুল নেহি হে নামায়ে আ'মাল মে
কিজিয়ে আত্তার কি আ'কর শাফায়াত ইয়া রাসূল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৪২ পৃষ্ঠা)

কারা শাফায়াত করবে?

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত" প্রথম খন্ডের ১৩৯-১৪১ পৃষ্ঠায় কিয়ামতের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে **শাফায়াত** সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় এও রয়েছে: এবার সমস্ত নবীগণ নিজ উম্মতদের জন্য **শাফায়াত** করবেন, আউলিয়ায়ে কিরাম, শহীদগণ, ওলামা, হাফিযগণ, হাজ্বীগণ বরং ঐ সকল লোক, যাদের উপর কোন দ্বীনি পদের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, নিজ নিজ সংশ্লিষ্টদের **শাফায়াত** করবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু যারা মারা গেছে, (তারা) তাদের পিতামাতার **শাফায়াত** করবে, এমনকি ওলামাদের নিকট কিছু লোক এসে আবেদন করবে: আমি আপনাকে অমুক দিন ওযুর জন্য পানি এনে দিয়েছিলাম, কেউ বলবে: আমি আপনাকে ইস্তিঞ্জার জন্য ঢিলা এনে দিয়েছিলাম, ওলামাগণ তাদেরও **শাফায়াত** করবেন।

হিরযে জাঁ যিকরে শাফায়াত কিজিয়ে
নার সে বাঁচনে কি সূরত কিজিয়ে (হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

www.dawateislami.net

কালামে রযার ব্যাখ্যা: এই পংক্তিতে আমার প্রিয় আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হে আশিকানে রাসূল! **প্রিয় নবী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর শাফায়াতের** আলোচনা অধিকহারে করতে থাকুন, নিজের জন্য একে আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিন, যাতে "শাফায়াতের আলোচনা" আখিরাতের মঙ্গল ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপলক্ষ্য হয়ে যায়।

তুঝ সা সিয়াকার কোন উন সা শফীই হে কাহাঁ!
ফির ওয় তুঝি কো ভূল জায়েঁ দিল ইয়ে তেরা গুমান হে

(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: এই পংক্তিতে আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজেকে বিনয় করে বলছেন: তুমি সবচেয়ে বড় গুনাহগারই হও না কেন, কিন্তু তুমি যেই **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলাম, **তাঁর** চেয়ে বড় **শাফায়াত**কারী তো আর কেউ নেই। তাই হে আমার চিন্তিত মন! ভরসা রাখো! হাশরের দিন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাকে কখনো ভুলবেন না।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুজরিম হাজিরে দরবার হে
নেকীয়াঁ পল্লে নেহি সর পর গুনাহ কা বার হে
তুম শাহে আবরার ইয়ে সব সে বড়া ইসইয়া শেয়ার
ইউ শাফায়াত কা ইয়েহি সব সে বড়া হকদার হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

শাফায়াতের ৮টি প্রকার

খাতেমুল মুহাদ্দিসীন, হযরত আল্লামা **শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শাফায়াতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: ﴾১﴿ **শাফায়াতের** প্রথম প্রকার হলো **শাফায়াতে উযমা**, যার দ্বারা সকল সৃষ্টির উপকার সাধিত হবে আর এটা আমাদের **সম্মানিত নবী, মক্কী মাদানী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্যই বিশেষায়িত, অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام মধ্যে আর কোন নবীরই এতে সাহসীকতা ও অগ্রণী পদক্ষেপ গ্রহণের সামর্থ্য হবে না এবং এই **শাফায়াত** মানুষকে শান্তি দেয়া, হাশরের ময়দানে দীর্ঘকাল অবস্থান করা থেকে মুক্তি দেয়া, **আল্লাহ পাকের** বিচারকার্য ও হিসাব-নিকাশ দ্রুত শুরু করার ও কিয়ামতের দিনের কঠোরতা ও পেরেশানী থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যই হবে। ﴾২﴿ দ্বিতীয় প্রকারের শাফায়াত; একটি সম্প্রদায়কে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য হবে এবং এই **শাফায়াতটিও** কেবল আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য সাব্যস্ত আর কোন কোন ওলামায়ে কিরামের নিকট এই **শাফায়াত** আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্যই বিশেষায়িত। ﴾৩﴿ তৃতীয় প্রকারের **শাফায়াত** ঐ সকল মানুষের ব্যাপারে হবে, যাদের নেকী ও গুনাহ সমান হবে আর **শাফায়াতের** মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ﴾৪﴿ চতুর্থ প্রকারের **শাফায়াত** ঐ সকল মানুষের জন্য হবে, যারা দোযখের হকদার হয়ে গেছে, তো **দয়ালু নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাফায়াত করে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ﴾৫﴿ পঞ্চম প্রকারের **শাফায়াত** মর্যাদাকে সুউচ্চ এবং সম্মানকে বৃদ্ধি করা জন্য হবে। ﴾৬﴿ ষষ্ঠ প্রকারের **শাফায়াত** ঐ সকল গুনাহগারদের ব্যাপারে

www.dawateislami.net

হবে, যারা জাহান্নামে পৌছে গেছে আর শাফায়াতের কারণে বের হয়ে আসবে এবং এরূপ শাফায়াত অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, ফিরিশতা, ওলামা এবং শহীদরাও করবেন। ﴾৭﴿ সপ্তম প্রকারের **শাফায়াত** জান্নাত খোলার ব্যাপারে হবে। ﴾৮﴿ অষ্টম প্রকারের **শাফায়াত** বিশেষকরে মদীনা মুনাওয়ারাবাসী زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযার যিয়ারতকারীদের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে হবে। (আশিআতুল লুমআত, ৪/৪০৪)

হাশর মেঁ হাম ভি সেয়র দেখেঙ্গে
মুনকির আজ উন সে ইলতিজা না করে (হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার প্রিয় আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই পংক্তিতে বলেন: যে সকল লোক দুনিয়াতে আজ **আল্লাহ পাকের** প্রিয় বান্দাদেরকে "ক্ষমতাহীন" বলে মনে করছে, হাশরের দিন আমরাও তাদের তামাশা দেখবো যে, তারা কিভাবে অসহায় ও অস্থীর হয়ে আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام পবিত্র দরবারে শাফায়াতের আশায় ধর্ণা দিতে থাকবে" কিন্তু বিফল হয়ে ফিরে আসবে। তাই তো বলা হচ্ছে:

আজ লে উন কি পানাহ আজ মদদ মাঙ্গ উন সে
ফির না মানেঙ্গে কেয়ামত মে আগার মান গেয়া (হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আজ **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতাকে স্বীকার করে নাও আর **তাঁর** দয়াময় আঁচলে আশ্রয় নিয়ে নাও এবং **তাঁর** কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। যদি তুমি মনে করো যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দানক্রমেও সাহায্য করতে পারেন না,

www.dawateislami.net

তবে মনে রেখো! কাল কিয়ামতের দিনে যখন **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **শানে মাহবুবী** প্রকাশিত হবে আর তুমি ক্ষমতার ব্যাপারটি স্বীকার করে নিবে এবং **শাফায়াত** রূপী সাহায্যের ভিক্ষা নিতে ছুটাছুটি করবে, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'মানবেন' না, কেননা দুনিয়া "দারুল আমল" (অর্থাৎ আমল করার জায়গা) ছিলো, যদি সেখানেই "মেনে নিতে" তবে কাজ হয়ে যেতো, এখন "মেনে নেয়া" কোন কাজে আসবে না, কেননা আখিরাত দারুল আমল নয় বরং "দারুল জযা" (অর্থাৎ দুনিয়ায় যেই আমল করেছে তার প্রতিদান পাওয়ার জায়গা)।

শাফায়াতের আশায় গুনাহ সম্পাদনকারী কেমন?

শাফায়াতের আশায় গুনাহ সম্পাদনকারী এমন, যেমন ভালো ডাক্তার পাওয়ার আশায় কারো বিষ খেয়ে নেয়া কিংবা হাঁড়ের অভিজ্ঞ ডাক্তার পাওয়ার আশায় নিজেকে গাড়ির নিচে দিয়ে সমস্ত হাঁড় ভেঙ্গে নেয়া। আর নিঃসন্দেহে কেউই এ ধরনের কাজ করতে পারে না। অতএব সর্বদা গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকা জরুরী। **শাফায়াতের** আশায় **আল্লাহ পাক** ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতা করে নিজেকে জাহান্নামের আযাবের জন্য সমর্পণ করতে থাকা খুবই বিপদজনক। আল্লাহর গোপন ব্যবস্থাপনাকে সর্বদা ভয় করা উচিত, যদি গুনাহের ভয়াবহতায় ঈমানই নষ্ট হয়ে যায়, তবে **শাফায়াত** কিভাবে হবে? **আল্লাহর** শপথ! সর্বদার জন্য দোযখের টগবগ করা আগুন ও বর্ণনাতীত আযাবের সম্মুখীন হবে। وَالْعِيَاذُ بِاللهِ অবশ্য বাঁচার শত চেষ্টার পরও না চাইতেও অনেকসময় যে ব্যক্তি গুনাহে ফেঁসে যায়, তার উচিৎ, তাওবা ও ইস্তিগফার করতে থাকা

www.dawateislami.net

এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট **শাফায়াতের** ভিক্ষাও চাইতে থাকা।

এ্যয় শাফিয়ে উমাম শাহে যী জাহ লে খবর লিল্লাহ লে খবর মেরি লিল্লাহ লে খবর
মুজরিম কো বারগাহে আদালত মে লায়ে হে তকতা হে বেয়কসি মে তেরি রাহ লে খবর
আহলে আমল কো উন কে আমল কাম আয়েঙ্গে
মেরা হে কোন তেরে সি'ওয়া হায়! লে খবর। (হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: হে **উম্মতের শাফায়াতকারী, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহর** ওয়াস্তে! আমি গুনাহগারের খোঁজ নিন! হে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! গুনাহগারদের আদালতে উপস্থাপিত হয়ে গেছি, গুনাহগার গোলাম নিতান্ত অসহায় অবস্থায় **শাফায়াতের** আশা নিয়ে **আপনার** আগমনের বাসনায় অধীর প্রতীক্ষায় আছি। **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! নিঃসন্দেহে নেককার বান্দাদের জন্য তাদের নেক আমল কাজে আসবে, হায়! আমার মতো নেকীশূণ্য ও আপাদমস্তক গুনাহে নিমজ্জিত গোলামের নিকট **আপনি** ব্যতীত আর কে আছেন, যে **শাফায়াত** করে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নিবে!

তাসাল্লি রাখ তাসাল্লি রাখ না ঘাবড়া হাশর সে আত্তার
তেরা হামী ওহা পর আমেনা কা লাডলা হোগা
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নৌকার মুসাফির

হযরত নোমান বিন বশীর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাকের** বিধি-বিধানে অলসতাকারী

www.dawateislami.net

আর তাতে লিপ্ত হওয়া ব্যক্তিদের উদাহরণ ঐ সকল লোকের ন্যায়, যারা নৌকায় লটারী করলো, তখন কেউ পেলো নিচের অংশ আর কেউ পেলো উপরের অংশ। ব্যস নিচের অংশের লোকদের পানির জন্য উপরের অংশের লোকদের কাছে যেতে হতো, তখন তারা একে দুর্ভোগ মনে করে একটি কুঠার নিলো এবং নিচের অংশে এক ব্যক্তি ছিদ্র করতে লাগলো, তখন উপরের অংশের লোকেরা তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো: তোমার কি হয়ে গেলো? সে বললো: আমার কারণে তোমাদের কষ্ট হতো আর পানি ছাড়া তো চলবে না। এবার যদি তারা তার হাত ধরে নেয় তবে তাকে বাঁচিয়ে নিলো আর নিজেরাও বেঁচে গেলো আর যদি তাকে সেই অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হতো তবে তাকে ধ্বংস করবে এবং নিজেদের জীবনও ধ্বংস করবে। (সহীহ বুখারী, ২/২০৮, হাদীস ২৬৮৬)

গুনাহের ভয়াবহতা অন্যদেরকেও ঘিরে নেয়

এই হাদীসে পাকের আলোকে মিরআতুল মানাজীহ এ রয়েছে: এই হাদীস শরীফে একটি উদাহরণের মাধ্যমে অসৎকাজে বাধা দেয়ার এবং নেকীর আদেশ দেয়ার গুরুত্বকে প্রকাশ করা হয়েছে আর বলা হয়েছে যে, যদি এরূপ মনে করে اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْیٌ عَنِ الْمُنْكَرْ (অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত ও অসৎকাজে নিষেধ করা) এর দায়িত্ব বর্জন করা হয় যে, অসৎকাজে লিপ্তরা নিজেরাই ক্ষতির শিকার হবে, তাতে আমাদের কি ক্ষতি! তবে এই চিন্তাভাবনা ভূল, এই কারণে যে, তার গুনাহের প্রভাব গোটা সমাজকে নিজের মাঝে ঘিরে নেয় এবং যেভাবে নৌকা ছিদ্রকারী একাই ডুবতো না বরং যারা নৌকায় রয়েছে সবাইকে নিয়েই ডুবতো, তদ্রূপ অসৎকর্মশীল কিছু লোকের এই অপরাধ গোটা সমাজেই সংক্রমিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫০৪)

www.dawateislami.net

চাচা! আপন প্রাণ বাঁচা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা" বলে শুধু নিজের সংশোধনের চিন্তায় লেগে থাকার পরিবর্তে অন্যদের সংশোধনের দিকেও মনোনিবেশ করা উচিৎ, কেননা অনেক গুনাহ এমন যে, যার ক্ষতি অন্যদেরও পৌঁছে যায়, যেমন; যদি কোন ব্যক্তি চুরির গুনাহ করে, তবে তারও ক্ষতি হবে, যার চুরি করেছে তারও, একেবারে অনুরূপ ডাকাতি করা, আমানত খেয়ানত করা, গালমন্দ করা, অপবাদ দেয়া, গীবত করা, চুগোলখোরী করা, কারও দোষ অন্বেষন করা, অন্যায়ভাবে কারও সম্পদ ভোগ করা, হত্যাযজ্ঞ, শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে কাউকে কষ্ট দেয়া, ঋণ আদায় না করা, কারো জিনিস তার অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করা, পিতামাতাকে কষ্ট দেয়া এবং কুদৃষ্টি দেয়া ইত্যাদির বেলায়ও। এখন যদি প্রত্যেককে এসব গুনাহ করার প্রকাশ্য অনুমোদন দিয়ে দেয়া হয়, তবে না কারো সম্পদের নিরাপত্তা থাকবে আর না সম্মানের! বরং এভাবে বলা উচিৎ যে, আমাদের সমাজ "বন্য পশুদের জঙ্গল" এর ন্যায় দৃশ্য ফুটিয়ে তুলবে। কিছু গুনাহ এমন যে, যাতে লিপ্ত হওয়াতে মানুষের সম্মানের উপরও ক্ষতি আসে, যেমন; যখন কোন লোক চুগোলখোর বা যেনাখোর কিংবা মদ্যপায়ী হিসাবে পরিচিত হয়ে যায় তখন সবাই জানে যে, সমাজে তার মর্যাদা কিরূপ হয়ে থাকে? আর কিছু গুনাহ এমন যে, যা মানুষের সম্পদে ক্ষতি সাধন করে, যেমন; জুয়া খেলায় মেতে ওঠা, সূদে ঋণ নেয়া, কাজকর্ম বাদ দিয়ে নাটক-সিনেমা দেখায় মগ্ন থাকা, উল্লেখিত কাজগুলোতে লিপ্ত লোকেরা আর্থিকভাবে যেভাবে "উত্তরোত্তর" উল্টো ক্ষতি করে থাকে, তা কোন সচেতন ব্যক্তির নিকট অজানা নয়। এসকল

www.dawateislami.net

দুনিয়াবী ক্ষতির পাশাপাশি এমন লোক আখিরাতেরও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, যা জাহান্নামের ভয়ানক ও ভয়াবহ আযাব রূপে আসতে পারে। وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ

গুনাহের পাঁচটি দুনিয়াবী ক্ষতি

গুনাহের দুনিয়াবী ক্ষতির ব্যাপারে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "নেকীয়োঁ কি জযায়েঁ আওর গুনাহোঁ কি সাজায়েঁ" এর ৫১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! পাঁচটি বিষয় থেকে মুক্তির জন্য পাঁচটি বিষয় থেকে বিরত থেকো: (১) যে জাতি **ওজনে কম** দেয়, **আল্লাহ পাক** তাদেরকে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও শস্য স্বল্পতায় লিপ্ত করে দেন। (২) যে জাতি **ওয়াদা ভঙ্গ** করে, **আল্লাহ পাক** তাদের শত্রুদেরকে তাদের উপর নিয়োজিত করে দেন। (৩) যে জাতি **যাকাত** আদায় করে না, **আল্লাহ পাক** তাদের উপর থেকে বৃষ্টির পানি রুখে দেন আর যদি চতুষ্পদ প্রাণীরা না থাকতো, তবে তাদেরকে পানির একটি ফোঁটাও দেয়া হতো না। (৪) যে জাতির মধ্যে **অশ্লীলতা** ও **নির্লজ্জতা** ছড়িয়ে পড়ে, **আল্লাহ পাক** তাদেরকে প্লেগ[১] রোগে আক্রান্ত করে দেন এবং (৫) যে জাতি কুরআনে **পাক** ব্যতীত বিচার করে, **আল্লাহ পাক** তাদেরকে সীমালঙ্ঘন (অর্থাৎ ভূল বিচার) করার স্বাদ ভোগ করান আর তাদেরকে একে অন্যের আতঙ্কে লিপ্ত করে দেন। (কুররাতুল উয়ূন, ৩৯৬ পৃষ্ঠা)

---

১. এই রোগকে ইংরেজীতে PLAGE বলা হয়, এটি ইঁদুরের শরীরের পোকার কামড়ে হওয়ার একটি মারাত্মক রোগ, এতে বুক, বগল বা অন্ডকোষের নিচে ফোঁড়া হয় আর প্রচন্ড জ্বর হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

দোয়া কবুল হবে না

আফসোস! শত কোটি আফসোস! বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে নেক আমল করার মানসিকতা খুবই কমে গেছে, ব্যস চারিদিকে গুনাহ আর গুনাহে সয়লাব হয়ে গেছে, **নেকীর দাওয়াতে**র প্রতিও কোন বিশেষ আগ্রহ রইলো না, আসুন! একটি **শিক্ষণীয় বর্ণনা** শুনি এবং নিজেকে **আল্লাহ**র আযাবে ভীত করি। যেমনটি; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঐ সত্তার শপথ, যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! হয় তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে, অন্যথায় **আল্লাহ পাক** তোমাদের প্রতি শীঘ্রই আযাব পাঠাবেন অতঃপর তোমরা দোয়া করবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। **(তিরমিযী, ৪/৬৯, হাদীস ২১৭৬)**

এই হাদীসে পাকের আলোকে মিরআতুল মানাজীহতে রয়েছে: اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرْ (অর্থাৎ নেকীর আদেশ দেয়া ও অসৎকাজে নিষেধ করা) এর দায়িত্ব এড়িয়ে চলা কত বড় অপরাধ, এই হাদীসে স্পষ্টভাবে এই বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হয়তো তোমাদের এই দায়িত্ব পালন করতে হবে, নয়তো **আল্লাহ পাকে**র আযাবের সম্মুখীন হতে হবে এবং এরপর যদি তোমরা দোয়াও করো, তবে কবুল হবে না, এটা হলো খুবই কঠিনতম শাস্তিবার্তা (অর্থাৎ শাস্তির ধমক) অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের অলসতা দূর করবে না এবং **আল্লাহ পাকে**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না, তোমাদের কোন দোয়াই কবুল হবে না। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫০৫)**

www.dawateislami.net

দেয় ধুন মুঝ কো নেকী কি দাওয়াত কি মওলা
মাচা দোঁ মে ধূম উন কি সুন্নাত কি মওলা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমি গুনাহের অন্ধকারে মত্ত ছিলাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেককার হওয়া, গুনাহ থেকে বাঁচা ও ঈমানের নিরাপত্তার জন্য বর্তমান যুগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশ কোন নেয়ামতের চাইতে কম নয়, বর্তমানকার গুনাহে ভরা পরিবেশে বেড়ে উঠা বড় বড় অপরাধী দ্বীনি পরিবেশে এসে اَلْحَمْدُ لِلّٰه সুন্নাত অনুসারে নিজেদের ঢেলে সাজিয়েছে। আসুন! এ প্রসঙ্গে একটি "মাদানী বাহার" শুনি। গুজরাটের (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্যের সারাংশ হলো: আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি গুনাহের অন্ধকারে মত্ত ছিলাম। উদাসীনতার অন্ধকার আমাকে দ্বীন থেকে কার্যতঃ এতো দূরে সরিয়ে রেখেছিলো যে, নামায, রোযার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই ছিলো না। প্রতিদিনের ন্যায় একদিন ক্বারী সাহেব আমাকে ঘরে কুরআনে পাক পড়ানোর জন্য এলেন, তখন আমি টিভিতে নাটক দেখায় মগ্ন ছিলাম, আমি বললাম: "ক্বারী সাহেব! আপনি বসুন, আমি নাটকটি দেখে এক্ষুণি আসছি, ব্যস সামান্যই বাকি আছে।" ক্বারী সাহেবের উদ্দিপনাও ছিলো পরিপূর্ণ, ধমক দেয়ার পরিবর্তে খুবই আদরের সাথে একক প্রচেষ্টা করে তিনি আমাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত পুস্তিকা "টিভির ধ্বংসলীলা" পড়ে শুনালেন। পুস্তিকাটি শুনে আমার মাঝে অত্যন্ত লজ্জাবোধ সৃষ্টি হলো এবং আমি **খোদাভীতি**তে আপাদমস্তক কেঁপে

www.dawateislami.net

উঠলাম! ক্বারী সাহেবের উপদেশ অনুযায়ী আমল করতে গিয়ে আমি যখন আমার বিগত জীবনের আমলের পর্যবেক্ষণ করলাম, তখন আমার অন্তর কাঁদতে লাগলো যে, হায়! শত কোটি আফসোস! আমি জীবনের এতো বড় অংশ অহেতুক ও অর্থহীন কাটিয়ে দিলাম আর আমার তা অনুভবও হলো না! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি সত্য মনে তাওবা করে নিলাম এবং সংকল্প করে নিলাম যে, আগামীতে اِنْ شَآءَ الله গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকবে, নিয়মিত নামায আদায় করে সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করতে থাকবো এবং **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতা, মিথ্যা, গীবত, চুগোলখোরী, ওয়াদা ভঙ্গ করা ইত্যাদি গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকবো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত দ্বীনি পরিবেশ আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং আমার মতো বিপথগামী মানুষও নিজেকে সংশোধন করাতে প্রস্তুত হয়ে গেছে।**

আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া হলো: আমাকে দ্বীনি পরিবেশে অটলতা দান করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তু নরমী কো আপনা না ঝগড়ে মিটানা
তু গুসসে ঝড়কনে সে বাঁচনা ওয়াগার না

রাহেগা সদা খোশনুমা মাদানী মাহোল
ইয়ে বদনাম হো গা তেরা মাদানী মাহোল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

একক প্রচেষ্টা করা সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মাদানী বাহারে একক প্রচেষ্টা ও **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত পুস্তিকা "টিভির ধ্বংসলিলা" পড়ে শুনানোর বরকতের বর্ণনা রয়েছে, আমরা সকলেরই

www.dawateislami.net

উচিত, সুযোগ পেলেই একক প্রচেষ্টা এর মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত দেয়া। নিঃসন্দেহে একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত দেয়া আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় **সুন্নাত** এবং অসংখ্য হাদীসে মোবারকায় এর প্রমাণ বহন করে।

মাদানী ব্যাগ আর পুস্তিকা বন্টন

বর্ণিত মাদানী বাহারটিতে "টিভির ধ্বংসলীলা" পুস্তিকার উল্লেখ রয়েছে যে, যখন ক্বারী সাহেব তার ছাত্রকে উল্লেখিত পুস্তিকাটি পড়ে শুনালেন, তখন তার তাওবা করার সৌভাগ্য নসীব হলো, সে নামাযী হয়ে গেলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। যেসকল ইসলামী ভাই ও বোনদের সম্ভব হলে একটি "মাদানী ব্যাগ" কিনে নিন আর তাতে সামর্থ্য অনুযায়ী মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত পুস্তিকা এবং সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট ইত্যাদি রাখুন। অবশ্য সারাদিন না রাখলেও শুধুমাত্র সময় সুযোগে এই মাদানী ব্যাগ নিজের সাথে রাখুন আর পুস্তিকা ইত্যাদি অন্যদের উপহার প্রদান করুন। সুযোগ অনুযায়ী এটাও করা যায় যে, কাউকে শুধু পড়ার জন্য দিন, সে যখন পড়ে ফেরত দিবে তখন তাকে আরেকটি পুস্তিকা প্রদান করুন এভাবে ক্যাসেট এবং বড় বড় কিতাবেরও ব্যবস্থা করতে পারেন। এতে আপনি অফুরন্ত সাওয়াব অর্জন করতে পারবেন, কিন্তু এসব কিছু আপনার নিজস্ব টাকায় যেনো হয়, এরজন্য চাঁদা সংগ্রহ করবেন না। তাছাড়া জশ্নে বিলাদত এর সময় কিংবা নিজের মরহুম প্রিয়জনদের ইসালে সাওয়াবের জন্য বিভিন্ন সময়ে পুস্তিকা বিতরণের ব্যবস্থাও করুন। দরস, ইজতিমা, মাদানী মাশওয়ারা এবং ইসালে সাওয়াবের মাহফিলে

www.dawateislami.net

মাকতাবাতুল মদীনার মাদানী পুস্তিকা ইত্যাদি বিতরণ করে অধিকহারে নেকীর দাওয়াত প্রসার করার সাওয়াব অর্জন করুন।

বাঁটিয়ে মাদানী রাসায়িল মাদানী ব্যাগ আপনায়িয়ে
আউর হকদারে সাওয়াবে আখিরাত বন জায়িয়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আযাব অবতীর্ণ হওয়ার কারণ

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত অনুদিত পবিত্র কুরআন "খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান" এর ৩৩৯ পৃষ্ঠায় ৯ম পারা সূরা আনফালের ২৫ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲۵﴾

(পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর এমন ফিৎনাকে ভয় করতে থাকো, যা কখনো তোমাদের মধ্যে বিশেষ করে (শুধু) যালিমদেরকেই স্পর্শ করবেনা এবং আরো জেনে রাখো যে, **আল্লাহ**র শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আলোকে বলেন: বরং যদি তোমরা তা থেকে ভয় না করো এবং সেটার কারণগুলো অর্থাৎ নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকে পরিহার না করো আর সেই ফিতনা অবতীর্ণ হয়, তখন এমন হবে না যে, সেটার মধ্যে শুধু অত্যাচারী ও অসৎকর্মপরায়ণ লোকেরাই গ্রেফতার হবে, বরং সেটা সৎ ও অসৎ সকলের নিকটই পৌঁছে যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: **আল্লাহ পাক** মুমিনদেরকে নির্দেশ দেন যে,

www.dawateislami.net

তারা যেনো নিজেদের মধ্যে কোন নিষিদ্ধ কাজ সম্পন্ন হতে না দেয়; অর্থাৎ যথাসাধ্য অসৎ কাজে বাধা দেয় ও গুনাহ সম্পাদনকারীদেরকে গুনাহ থেকে নিষেধ করে, যদি তারা এমন না করে, তবে আযাব তাদের সবাইকে সম্পৃক্ত করবে; অপরাধী ও নিরাপরাধ সবাই তাতে আক্রান্ত হবে। (তাফসীরে তাবারী, ৬/২১৭, হাদীস ১৫৯২৩) হাদীস শরীফে রয়েছে: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** বিশেষ লোকদের আমলের উপর আযাবকে ব্যাপক আকারে প্রদান করেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণভাবে লোকেরা এমন করবেনা যে, নিষিদ্ধ কার্যকলাপকে নিজেদের মধ্যে সম্পাদিত হতে দেখতে থাকবে এবং তাতে বাধা দেয়ার ও নিষেধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে বাধা প্রদান করবে না, নিষেধও করবে না, যখন এমন হতে থাকে, তখন **আল্লাহ পাক** আযাবের মধ্যে সাধারণ ও বিশেষ উভয় শ্রেণীকে লিপ্ত করে দেন। (শরহুস সুন্নাহ লিল বাগভী, ৭/৩৫৮, হাদীস ৪০৫০) "আবু দাউদ" এর হাদীসে রয়েছে: যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় আর সেই লোকেরা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে বাধা না দেয়, তবে **আল্লাহ পাক** মৃত্যুর পর্বেই তাদেরকে আযাবে লিপ্ত করেনে। (আবু দাউদ, ৪/১৬৪, হাদীস ৪৩৩৯) এতে করে বুঝা গেলো, যেই সম্প্রদায় نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرْ (অর্থাৎ অসৎ কাজে নিষেধ করা) বর্জন করে এবং মানুষকে গুনাহের কাজে বাধা দেয়না, তারা নিজেদের এই কর্তব্য বর্জনের পরিণাম স্বরূপ আযাবে লিপ্ত হয়।

নেককার লোকেরাও আযাবের শিকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমানে মুসলমানদের একটি বড় অংশ আধ্যাত্মিক, শারীরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দুরাবস্থার

www.dawateislami.net

শিকার, নেকীর দাওয়াত বর্জনের কারণে এ অবস্থা নয় তো? আপনি নিজে খুবই পরহেযগার ও নেককার, কিন্তু অন্যদেরকে নেকীর দাওয়াত দিচ্ছেন না এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গুনাহ থেকে তাদের বাধা দিচ্ছেন না, সাধারণ মুসলমান বরং আপনার পরিবারকে গুনাহে লিপ্ত দেখে মনটাও জ্বলে না, তবে এই হাদীসে মুবারাকা বারবার পাঠ করুন, শুনুন এবং নিজেকে **আল্লাহ**র আযাবে ভীত করে নেকীর দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। যেমনটি; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) কে আদেশ দিলেন: অমুক শহরকে এতে বসবাসকারীসহ উল্টে দাও। হযরত **জিব্রাঈল** (عَلَيْهِ السَّلَام) আরয করলো: হে **আল্লাহ পাক**! শহরটিতে তোমার অমুক **নেককার বান্দা**ও রয়েছে, যে চোখের পলক পরিমাণ সময়ও তোমার অবাধ্যতা করেনি। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: اَقْلِبْهَا عَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهٗ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ অর্থাৎ শহরটিকে তার উপর উল্টে দাও, কেননা আমার অবাধ্যতা দেখেও তার চেহারা কখনও পরিবর্তন হয়নি। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৯৭, হাদীস ৭৫৯৫)**

সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে চিন্তিত হওয়া ঈমানের দাবি

এই হাদীসে পাকের আলোকে মিরআতুল মানাজীহ কিতাবে রয়েছে: এই হাদীস শরীফ দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, যেমনিভাবে নেক কাজে সম্পৃক্ত হওয়া এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকা জরুরী, তেমনি দ্বীন ও মিল্লাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনসহ সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে চিন্তিত হওয়াও ঈমানের দাবি। যারা **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক অবক্ষয় দূরিকরণে সচেষ্ট থাকে না এবং সামর্থ্য না থাকাবস্থায় চিন্তিতও হয় না, তাদের **তাকওয়া** কি

www.dawateislami.net

কাজের! অতএব নিজের সংশোধন ও **আল্লাহ**র ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার পাশাপাশি দেশ, জাতি ও বিশ্ব মুসলমানের দুরাবস্থা দূর এবং সমাজকে শরীয়াত বিরোধী কর্মকান্ড থেকে পবিত্র করার লক্ষ্যে সচেষ্ট থাকা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫১৬)**

নেককার লোকদের ধ্বংসের কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে নিজেই নেকীর প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে, নিয়মিত সঠিক সময়ে জামাআত সহকারে নামাযও আদায় করে, কিন্তু দাঁড়ি মুন্ডানো, মডার্ন বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্য থেকে দূরে থাকার পরিবর্তে শুধু মানসিক বিনোদনের জন্য তাদের বৈঠকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকে, তাদের অসাবধানতা ও গুনাহে ভরা কথাবার্তায় যদিও চুপচাপ থাকে কিন্তু মনে মনে আনন্দও লাভ করে যে, স্বভাবতই যদি নফসের ভালো না লাগে তবে তাদের সাথে কেনো বন্ধুত্ব রক্ষা করছে! এখন যে বর্ণনাটি উপস্থাপন করা হচ্ছে তা এসব লোকদের জন্য উপদেশ ও শিক্ষণীয় একটি চাবুক স্বরূপ। বর্ণিত আছে: **আল্লাহ পাক** হযরত ইউশাআ বিন নূন عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি অহী প্রেরণ করলেন যে, আপনার সম্প্রদায়ের এক লক্ষ মানুষকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করা হবে, যাদের মধ্যে **চল্লিশ হাজার** নেককার আর ষাট হাজার গুনাহগার। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: হে **আল্লাহ পাক**! গুনাহগারদের ধ্বংসের কারণ তো স্পষ্ট, কিন্তু নেককারদের কেনো ধ্বংস করা হচ্ছে? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: "এসব নেককার লোকেরাও ঐসকল গুনাহগারদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করে থাকে, আমার অবাধ্যতা এবং গুনাহ দেখে কখনোই তাদের চেহারায় অসন্তোষের চিহ্নও আসে না।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৭/৫৩, হাদীস ৯৪২৮)**

www.dawateislami.net

নিজের মনে মনে মন্দ জানুন

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৭৫২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "জান্নাতে যাওয়ার আমল" এর ৬১১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন মন্দ কাজ দেখবে, তখন তার উচিত যে, মন্দ কাজকে নিজের হাতে পরিবর্তন করে দেয়া (তথা প্রতিহত করা) এবং যে ব্যক্তি নিজ হাতে তা পরিবর্তন করার সামর্থ্য রাখে না, তার উচিত যে, নিজের জিহ্বা দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া আর যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বা দ্বারাও পরিবর্তন করার সামর্থ্য রাখে না, তার উচিত যে, নিজের মনে মনে মন্দ জানা আর এটা হলো দূর্বলতম ঈমানের নিদর্শন। (সহীহ মুসলিম, ৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৯। সুনানে নাসাঈ, ৮০২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫০১৮)

আমরা কি মনে মনে মন্দ জানি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের বিবেকে জিজ্ঞাসা করুন যে, কাউকে গুনাহ করতে দেখে হাত বা জিহবা তথা কথা দ্বারা বাধা দেয়াতে নিজেকে অক্ষম মনে করা অবস্থায় আপনি কি মনে মনে মন্দ জেনেছেন? শত কোটি আফসোস! সন্তানের মা খাবার রান্না করতে দেরি করলে, খাবারে লবণ বেশি হয়ে গেলে, সন্তান স্কুল ছুটি করলে তখন অবশ্যই রাগ হয়, কিন্তু পরিবারের প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায কাযা হতে দেখেও কপালে ভাঁজ পর্যন্ত পড়ে না, তাদের বুঝানোর কোন চেষ্টাও করা হয় না, অথচ সন্তান যখন দশ বছরের হয়ে যাবে এবং নামায পড়বে না তখন পিতার উপর ওয়াজিব যে, প্রহার করে হলেও নামায পড়ানো। অন্যথায় গুনাহগার ও দোযখের আযাবের হকদার হবে। আপনিই বলুন! আপনার এরূপ আচরণ কি সঠিক? যেমন; অধীনস্থ সন্তানের খারাপ কাজ দেখে

www.dawateislami.net

পিতা হাতে বাধা দিবে, আলিম কথা দ্বারা বাধা দিবে, যার এই দু'টি ক্ষমতা নেই, সে কমপক্ষে মনে মনে তো খারাপ জানবে, কিন্তু বর্তমানে এরূপ মানসিকতা কার রয়েছে! আপনিই ভাবুন! যেমন; মিউজিক বাজছে, নিঃসন্দেহে বাধা দেয়ার ক্ষমতা নেই, কিন্তু এটা কি আপনার অন্তরে বিধছে? আপনি কি একে মন্দ মনে করছেন? জী না, তাই তো স্বয়ং আপনার মোবাইলেও তো مَعَاذَ الله "মিউজিক্যাল টোন" রয়েছে! দু'জন ব্যক্তি গলিতে গালাগালি করছে, খারাপ লেগেছে? জী না, কেন? এ কারণেই যে, মাঝে মাঝে আপনার মুখ থেকেও مَعَاذَ الله গালি বের হয়ে যায়। অমুক মিথ্যা কথা বললো, আপনার কি অশোভন মনে হলো? জী হ্যাঁ, কেন? এ কারণে যে, আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়েছে, বাকি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য কেনো খারাপ লাগবে, কেননা স্বয়ং নিজের মুখ থেকেও তো مَعَاذَالله মিথ্যা বের হয়েই যায়। এই উদাহরণ শুধু খোঁচা দেয়ার জন্যই, অন্যথায় অনেকের অবস্থা এরূপ যে, নিজের ফোনে মিউজিক্যাল টোন নেই। গালাগালি ও মিথ্যার অভ্যাস নেই, তবুও "অন্তরে মন্দ জানা" এর মানসিকতাও নেই। যদি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য সত্যিকার অর্থে গুনাহকে মন থেকে খারাপ জানার মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে তো সমাজে সংশোধনের সাড়া পড়ে যাবে, কেননা যখন আমরা গুনাহকে মন থেকে খারাপ জানাতে নিজেরাই অভ্যস্ত হয়ে যাবো, তখন অন্যদেরকে বুঝানোও শুরু করে দিবো আর اِنْ شَآءَ الله চারিদিকে সুন্নাতের বসন্ত এসে যাবে এবং "নেকীর দাওয়াত" এর সাড়া পড়ে যাবে। **আল্লাহ পাক** আমাদের অবস্থার উপর দয়া করুক ও আমাদের যথাযত জ্ঞান দান করো, যেনো আমরাও অধিকহারে নেকীর দাওয়াত এবং **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের প্রসারকারী হয়ে যাই।

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net